## শ্ব স্বাষ্ট্য দিবস

৭ এপ্রিল ২০২১

সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি Building a fairer, healthier world





স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র, ৭ এপ্রিল ২০২১, বুধবার

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়







२८ केंग ४८२१

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Building a fairer, healthier world' যার বাংলা ভাবার্থ 'সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি' তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

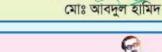
জনগণের সচেতনতা, সম্পৃক্ততা ও অংশীদারিত বাড়ানোর মাধ্যমে একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ে তোলাই এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য সেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিতে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও নিয়োগ, অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হার। বাংলাদেশ সাফল্যের সাথে স্বাস্থ্য খাতের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্মাত্রা অর্জনে মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে আমাদের গুরুতু দিতে হবে। স্বাস্থ্য সেবার সকল স্তরে এসব সেবাকে জনগণের জন্য আরো সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যেতে হবে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। করোনার চিকিৎসা সেবা নির্বিঘ্ন রাখতে বিপুল সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণজনিত চিকিৎসা সেবাকে জনগণের জন্য আরো সহজ্ঞলভ্য করতে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে। একই সাথে সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা এবং মান্কসহ প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। সকলের সমিলিত প্রচেষ্টায় দেশে স্বাস্থ্যখাতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকুক-বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জন্ম বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।









স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ ৭ এখিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। সাধা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে আমরা একযোগে এ দিবস পাদন করছি। এবারের প্রতিপাদ্য ইচ্ছে "Building a fairer, healthier world"- যার ভাব অর্থ দাড়ায় "সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি"।

শাস্থ্য সেবা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাইল। বর্তমানে বিশ্বে এটি মানবাধিকার হিসাবে বিবেচ। তবে মানব সৃষ্টি ও প্রাকৃতিক নানবিধ করেণে বিভিন্ন ধরনের রোখব্যাধি বিজ্ঞার লাভ করছে। ফলে মানুহ প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সংক্রামক ও অ-সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। করোনা মহামারীর কারণে আঞ্চ সারা বিশ্ব এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। সমগ্র মানব সভাতা এই মহমোরীর কারণে বিপর্যন্ত। সে অর্থে আমানের অবশ্যই একটি সুন্দর ও বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ে ভোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা ৩ল থেকে বাছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রশালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রশালয় ও অধিদরর একটি সম্বিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মধো করোনা প্রতিরোধে ব্যাপক কর্যক্রম কক করি। জনগণের মধ্যে এ রোগ প্রতিরোধের জন্য সারা দেশে ব্যাপক সচ্চেতনতা সৃষ্টি করি। পাশাপাশি রোগ সনাভ নিশ্চিতকল, সঙ্গনিরোধ বধাবধ চিকিন্সার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রহণ করি। তরোনা মোকাবেলায় আমবা চিকিন্সক ও নার্স নিয়োগ প্রদান করি। অনেকছলি হাসপাতালকে কেবলমাত্র করোনা চিকিন্সার জন্য প্রস্তুত করা হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমানের দেশের করোনা প্রতিরোধ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে আশাব্যাঞ্জক। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা করার কারণে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে।

ইতোমধ্যে আমরা ভ্যাকদিন কার্যক্রম আরম্ভ করেছি। আমাদের সীমিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্যে প্রান্তিক জনগণ ও সুবিধা বঞ্জিত জনগণের দোড়গোড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রদানের চেষ্টা চালিয়ে যাছিছ। আমরা মনে করি, আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমণ্ডলো সকলের সু-খাস্থ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জনগণের সু-ৰাস্থ্য নিশ্চিত করে একটি কার্যক্রম ও উৎগাদনশীল জাতি গড়ে হোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য ইতিমধ্যে আমরা মেডিকেল কলেজ, বিশেষয়িত হাসাপতাল নির্মাণ, শহা৷ সংখ্যা বৃদ্ধি, চিকিৎসা সংক্রান্ত আধুনিক যস্ত্রপাতি স্থাপন ও জনকল নিয়োগের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।

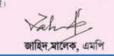
করোনা মহামারীর কারণে আমাদের পদক্ষেপগুলি চ্যালেঞ্জের সমুখীন। খাধীনভার ৫০৩ম বর্ষ উপলক্ষে এবং জাভির পিতার জনুশতবার্ষিকী উপলক্ষে জনগণের কাছে সু-স্বাস্থ্য পৌছে দেয়ার জন্য আমরা নিরণসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

জাতিসংঘ খোণিত ২০০০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবজনীন খাস্থ্যসেবা নিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য সেবার সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে প্রবেশখনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকার সদাসচেট্ট।

এ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবদে আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে বাংগাদেশের স্বাস্থ্যপাত ও উন্নয়নের সহযোগীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি এ অতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-২০২১ সফলভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি প্ররেব স্বাস্থ্য খাতের

সকল সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সমাজের সকলকে দল্মত নির্বিশেষে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমের সঞ্চলতা কামনা করছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক







সচিব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশে মথাযোগ্য মর্যাদায় ৭ এপ্রিল ২০২১ বিশ্বপাঞ্জ দিবস উদ্যালদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দিবসটি উদ্যাপন উপলক্ষে এবারের প্রতিলাদা নির্বাচন করা হয়েছে 'Building a fairer, healthier world' যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে 'সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি'।

জাতিসংখ খোখিত টেকসই উন্নহন অভীই (এসভিজি)-র মধ্যে অন্যতম একটি লক্ষা হচ্ছে সকলের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিভিত করা। বর্তমান সরকার ও বৈশিক মোধণার সাথে একাজতা প্রকাশ করেছে। সাস্থ্যকে অব্যতম মানবাধিকার হিসাবে প্রাধান্য কিয়ে গণহজোতত্ত্বী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মমুখালয় নানাবিধ মুগোপনোগী ও জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষের সুখাস্থ্য নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায় থেকে তুণমূল পর্যন্ত সমস্তা ও সকলের অন্তর্ভীকর মাধামে স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে। সর্বত্র ও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রান্তি নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে পর্যান্ত সংখ্যক ভাজার, নার্স, প্যারামেডিক্স এবং দিএইগসিপিসহ বিভিন্ন আটাপরির স্বাস্থ্য সেবা কমী। এছাড়া সেপে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যপাতের অভূতপুর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য থাতে ডিজিটিল প্রযুক্তির সংযোজন মানুষের সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য দেবা প্রাপ্তিকে বেমন সহজ্ঞর করেছে, তেমনি এর ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বঞ্জতা এবং জবাবনিহিতাও অনেকাংশে নিচ্চিত হয়েছে

চলমান অভিমারির সময়ে সরকার বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, চিকিৎসা ও টিকা দানের মাধ্যমে সাফলাজনকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে। সরকারী-বেসরকারী সকল সংস্থা ও জনগণের সমিলিত সহযোগিতায় কোভিড ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সফলতা বহির্বিধে প্রসংশিত হয়েছে। অতিমারি ছাড়াও বাতাবিক সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজেই স্বাস্থ্যদেবা পৌছে দেওয়ার প্রত্যয় নিয়ে সরকার কাজ করে যাক্সে। স্বাস্থ্য সেবার সকল ক্ষেত্রে বৈধম্য দর করে প্রবেশগমাতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার সদা সচেট্ট।

'সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা'র মত বৃহৎ কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, বাজেটে বিশেষ বরান প্রদান, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফেল গঠন এবং পাইনট প্রকল্প বারবায়নসহ নামা কার্বক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে গবেষণাধর্মী কর্মকাত, আইগিটি সম্পুঞ্জকাণ এবং দীর্ঘমোদী পরিকল্পনাসহ নামমুখী কার্যক্রম। তবে এ কাল বারবায়নে বেশকিছু চ্যালেল্লভ রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বেসবকারী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আগতে হবে। আমি স্বাস্থ্য সেবা প্রসানে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে আরও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানাই।

এ দিবস পালনে সহযোগিতার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।



## বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ৭ এপ্রিল ২০২১: সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি

বিশ্বের জন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ এপ্রিল ২০২১ যথাযোগ্য মর্থানায় 'বিশ্ব শাস্থ্য দিবস' পালিত হজে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ''Building a fairer, healthier world' যার বাংগা অনুবাদ করা হরেছে "সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি"। বিশ্ব স্বাস্থ্য সুংস্থা (WHO) প্রতি বছর এই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে এই আর্থ্যাতিক ৰাষ্ট্ৰ গছেন (WHO) আত বছক বৰ আলা বৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্দৰ সংবাদে এই আন্তলাতক হতেন্টিটি ৭০ বছল ধৰে বিভিন্ন ধৰণের গুলুতপূৰ্ণ মুছাতার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে আসছে। ৰাষ্ট্ৰ, সচেতনথাজনিত রোগ, অন্যক্রেমগজনিত রোগ, পুরি, টিকা দান এবং কোতিত আক্রিনি একটি সুন্দর ৰাষ্ট্ৰাকর বিশ্ব গাড়ার প্রচেট্টা সম্পর্কে সচেতনতা, জনগণের সম্পূত্ততা, ও জনগণের অংশীলারিত্ব বাড়ানো, সকদের জন্য একটি সুন্দর ও ৰাষ্ট্ৰাকর বিশ্বগঙ্গে তোলাই এ বিশ্ব ৰাষ্ট্ৰ্য দিবদের মূল উদ্দেশ।
সকল ধর্ম বর্গ, গোল্ল ও আর্থ সামাজিক গোষ্টির জন্য নির্বিশ্বে ন্যায়্যভাতিতিক সাস্থ্য সমাজক ব্যাহ্র করা কর্মান্তলাক বিশ্ব প্রায়্য সমাজক ব্যাহ্র স্বায়া্য সজ্যা ব্যাহ্র স্বায়া্য সজ্যা ব্যাহ্ব সমাজক ব্যাহ্র স্বায়া্য সজ্যা ব্যাহ্র স্বায়া্য সজ্যা ব্যাহ্ব স্বায়া্য সজ্যা ব্যাহ্র স্বায়া্য স্বায়া স্বায়া্য স্বায়্য স্বায়া্য স

প্রদানের প্রভাৱে এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হাছে। সমাজে সামাতা বজায় রেখে সকলের জন্য স্বাস্থ্যারের প্রতিষ্ঠিত নাগরিক অধিকার নিভিত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দারিত। এজন্য আমরা প্রত্যেকেরই জীবনযায়ার এবং কাজের পরিবেশের সুস্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ততা একলে আন্যায় এক্টেকেম্ব আন্যাস্থ্য লিকের দিশ্চিত করার ক্ষম্য একসাথে সমস্ত লোকেরা বর্ষন এবং কোখায় ভারের প্রয়োজনের মানসম্পন্ন মানের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য নিবস ২০২১ এর এই

বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে ইতোমধ্যে

সফলতা অর্জন করেছে। সরকার বর্তমানে

জিভিপি'র ৩% সাস্ক্যপাতে ব্যয় করছে। বিশ

খাস্থ্য সংস্থার বিসেবে বাংলাদেশের মানুষের

ৰাত্ব) সংস্কৃত্ব বিশেষ বাধ্যালয় আধুবিদ পড় আৰু ২০০০ সালে হিল ৩৫.৩% আৰু ২০১৮ সালে ৭২.৬ বছরে উন্লীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা পেয়ে থাকে ৭৩%: শিশুসের টিকা দানের অর্জন ৯%:

অত্যাধশাকীয় ঔষধ সুবিধার আভতায় আনা হয়েছে ৬৫% মানুষকে; মাতৃস্তারহার ২০১৯ সালে প্রতি এক লাবে ১৬৫ জন যা

২০১৫ সালে ছিল ১৮১ জন; প্রতি ১ হাজার

মানসম্বত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাই হতে পারে সর্বজনীন খাছ্য সূরকা অর্জনের মূলভিত্তি। খাছ্যুসেবা মানুহের মৌলিক অধিকার। বাস্থ্যপের। মানুবের মোলক আবকার। দর্বজনীন সাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের মাধ্যমে এ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সন্ধ্রব। জাতি, ধর্ম, বর্গ, গোত্র, ধনী, দরিল্ল, গ্রাম, শহর নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় মানুসন্মর স্বাস্থ্যসেব। নিশ্চিত করাই এবারের খাছ্য দিবসের আজান। দিশ্যিক করাই এবারের খাছ্যু দিবসের আহলান।
কান্ত্যসেবার প্রথম প্রের হাল্যা প্রথমিক খাছ্যু
দেবা। মানুষের জীবনের বেশীর ভাগ খাছ্যসেরা প্রাথমিক খাছ্যু পরিচর্যার আওকায় পড়ে। যেমন- নিয়মিত খাছ্যু পরীক্ষা, সঠিক সময়ে ডিকা নেয়া, রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো মেনে চলা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ, জন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার সাথে সমস্বয় গ্রহং পুনর্বাসন। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সহজলভা ও স্বস্কু মূপো পাওয়া যায় এবং এটি একটি

জানে নবজাতকের মৃত্যু ১০১৫ সালে হিল ২০ যা ২০১৯ সালে কমে হয় ১৫ জন এবং গাঁচ বছরের নিচে শিত মৃত্যুরহার প্রতি ১ হাজার জনে ২০০০ সাগে ছিল ৮৮ জন যা ২০১৯ সালে ২৮ জনে নেমে এসেছে। শ্বন্ধ মূল্যে পাওয়া যায় এবং এটি একটি
কাৰ্যকর সেবালান পছতি যা বিভিন্ন দেশের সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা অর্জনে প্রধান ভূমিকা রাখছে।
রাংলাদেশ বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোতাবেলা করে জাতিসংঘ ঘোষিত ২০০০ সালের মধ্যে
টেকসই উন্নয়ন পক্ষমারা অর্জনের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পক্ষে বিভিন্ন
উদ্যোগ গ্রহণ করোহে। ৪র্জ সেইর কর্মসূসীতে অভাবনাকীয় সেবা পারেজ্ঞ অন্ধর্কক করা
হয়েছে। একই সাথে জাতীয় স্বাস্থ্য সর্বজন আইন এপান্যন, জাতীয় সম্ভায়নের অর্জিক করি-সাপার
(২০১২-২০০২) তৈরি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রপালয়ের অবীনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে) দেল
গঠন করা হয়েছে। বর্জমান সরকার উপজ্লেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে শায়া
সংখ্যবৃদ্ধি, অত্যাধানিক যন্ত্রপাতি স্থাপন, তিকিত্যক ও নার্সের পদ সৃষ্টি, নতুন নতুন ইউনিয়ন
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাদ কেন্দ্র নির্মাণ, তিকাদান কর্মসূচিতে নতুন নতুন টিকা সংযোজন ও নতুন
নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করে যাক্ষে। এডাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক হচেন্টায় নির্মিত
কনিউনিটি ট্রিনিক থেকে আমিন ছফর্মির মান বিশ্বতা সরকার ক্রমণ স্বরের ভ্রমণ্যার স্বাস্থ্যস্থান বিশ্বতার সক্ষাণ থেকে আমিন ছফর্মির মান্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধীন ভ্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধীর ক্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধীর ক্রমন্তর্বান্ধীন ক্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধী ভ্রমন্তর্বান্ধীন ক্রমন্তর্বান্ধীন ক্রমন্তর্বান্ধন

করোনা মহামারীর প্রারম্ভে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উদ্রয়ন সহযোগীদের সাথে নিয়ে করোনা মহানারীর প্রারক্তি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয় উন্নয়ন সহযোগীলের সাহে নিয়ে Bangladesh preparedness and response plan, প্রস্তুত করেন। বর্তমান সরকার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে সবাসরি করোনা মোকাবেলায় ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেন। জকারী ভিত্তির ৫৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয় কোভিত হাসপাতাল ও ৫৫ টি ল্যাব ডালু করার জন্য। এছাড়া ভাভার, নার্স ও সাত্ত্য কর্মীদের সুরক্তায় ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেয়। এছাড়া, বর্তমান সরকার করোনা মোকাবেলায় ২,০০০ হাজার ভাভার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ নিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেকুড়ে বিশের অনেক উন্নত দেশের ন্যায় বর্তমান সরকার জকারী ভিত্তিতে ২০২১ সালে ভাকনিন কর্মক্রম তক্ত করেন। ভাকনিন ক্রম সরকার ১,২৭০,৫৫ কোটি টাকা অনুমোনন দেয়। ৬ এছিল পর্যন্ত ক্রমিন ক্রমান মন্ত্রণান্য আবারো ২৪০০

নিষ্ঠিত করা হচ্ছে যা আন্ত বিশ্ববাদী প্রশাসিত। সরকারের পৃথিত এসকল কর্মকান্ত জনদাদের স্বাহ্যমান উন্নয়নের পথকে সুগম করেছে। বর্তমান সরকার স্বাহ্য থাতের সাফলেরে স্বীকৃতিস্বরূপ বাংপাদেশ অর্জন করেছে এমডিন্নি এয়াওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এয়াওয়ার্ড ও গ্যান্ডী এয়াওয়ার্ডের মত

টি টিম ও ১০৪৫ টি টিকা প্রদান কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৫৪,৯৮,১৭২ ডেকা টিকা প্রদান করে। টিকা বিভরন পরিকল্পনা অনুযায়ী সারাদেশে ৮০% মানুষকে পর্যায়ক্রমে করোনা টিকা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। সারাধিশ এক চন্তাবহ করোনাতাল অতিভাক্ত করছে। এই অতিমারী আমাদের কর্মনিতিক ও সামাজিক জ্মাযারার গতিকে ক্ষণিকের জন্ম মছর

করছে। এই আত্মানী আমাদেন অধনোতক ও সামাজক অধ্যানার গাতকে ক্ষাণকের জন্ম মন্ত্র ব্যৱহে। আর এর কৃষ্ণদে স্বচাহে বেশী ভোগ করছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৌগলিকভাবে পিছিয়ো পড়া জনাগাক। আর এর প্রভাবে প্রতাক বা পরোক্ষনার জন্মনার জন্মরার জন্মনার ক্ষাণার আর ক্ষানার ক্ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সবিদ্র সীমার নীতে বসবাসকারী জনগোলিকে স্বাস্থ্য বাবে অর্থনৈতিক সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে

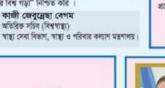
দাশাইলের বিনটি উপরোগায় পরীক্ষাব্যক্তাবে খাস্থ্য সূরক্ষা কর্যসূচী (SSK) পরিচার্গিত করেছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে ৮১,৬১৯টি পরিবার বিনামূল্যে হাসপাতাল অপ্রবিজ্ঞান সুবিধা পাছে। এছাড়া Maternal vouches scheme এর আওয়ার সেনোর পিছিয়ে পড়া ৫৫টি উপজেগার দক্ষি নারী বা মাড়সোরার জন্য সরকারের বিশেষ ভাতা পাছে। আমাদের দেশে সরকারি স্বাস্থ্য বাবস্থা প্রাথমিক অর্থাৎ একেবারে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সকল প্রবের সাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের

গবেষণা Bangladesh National Health Accounts (BNHA, 2018) অনুযায়ী যে কেনো পর্যায়ের স্বাস্থ্য সেবা এহপের সময় ৬৭% খরচই ব্যবহারকারী নিজেদেরকেই করতে হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাশ মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ২০১৪-২০১৫ সালের একটি জরীপে দেখা গেছে স্বাস্থ্য দেবা নিতে গেলে প্রধান খরচ (৬৭%) জনগণই বহন করে, ২৩% সরকার বহন করে।

কাবিধানে সুস্পষ্টভাবে উদ্রেখ জনগণের মৌলিক চাহিদা বিশেষ করে নিগ্রাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য, নিরাপদ ও মানসমাত স্বাস্থ্যকোর, সুস্থ পরিবেশ, ইত্যাদি এখনও নিশ্চিত হয়নি। করোনা বিষয়ে বৈষম্য তরুর মূল কারণ হচ্ছে চারপাশে বিশ্রান্তিকর ও অতিরক্তিত তথ্য হা মানুষকে আত্ত্বিত করে তুলেছে। ফলে সাধারণ মানুষের আত্ত্ব দিন দিন বাড়ছে এবং তারা করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সাথে বৈষম্য মূলক আচরণ করছে : বৈষম্য রোধে অবশ্যই কাজ করতে হবে। সংক্রমণের সঠিক বাতা প্রচার করতে হবে এবং কেউ যে ঝুঁকিমুভ নয় তা জানাতে হবে। সঠিক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে বৈষমা যাতে না হয় সে বিষয়ে জনগণকৈ সচেতন করতে হবে। দেশের কোনো মানুষ যেন চিকিৎসা দেবা থেকে বঞ্জিত না হয় এবং দবিত্র জনগোষ্ঠী চিকিৎসা করাতে গিয়ে যেন আরও দরিদ্র বা নিঃস্ব না হয়ে পড়ে, সে লক্ষ্যে কাজ করা জরুরি। তাই সমতা ও সংহতি নির্ভর সুর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিষ্ঠিত করতে অর্জিত সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে কাঞ্চিত্র লক্ষ্যে পৌছানের জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এণিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের একটি অন্যতম হলো সর্বজনীন স্বাস্থ্য সূরক্ষা। তাই বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করে জনগণের দোভগোভার সহজেই স্বাস্থ্য দেবা পৌছে দেয়ার প্রভায় নিয়ে সরকার কাঞ্চ করে যাছে। নিবসটি উপলক্ষে পৃহীত কর্মকান্ত সফল বান্তবায়নের মাধ্যমে মাদুধ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবেন, যা আলোচা খাছ্য সমস্যা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। এতে প্রয়োজন সর্বস্করের জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুহের মাঝে এ বিষয়ে ব্যাপক সাড়া জাগবে বলে আশা করা যায়। স্বাস্থ্য অধিসভরাধীন, লাইফস্টাইল, হেলগ এডুকেশন এড প্রমোশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো জনখাছের মানোন্নয়নে মানুখতে উদ্বন্ধ করতে শানামুখী কর্মকান্ত চালাতে সচেই আছে ও বিভিন্ন কর্মকান্ত ৰাপ্তবায়ন করছে। গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল বাপ্তবায়নের মাধ্যমে সকল প্ররের জনগণের মাঝে সাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং সাস্থ্যকর অভ্যাস গঠনে উৎসাহিত হবেন বলে আশা করা যায়। স্বাস্থ্য সচেত্রনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কান্সিত আচরণ পরিবর্তনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের এসবিসিসি উপকরণ প্রস্তুত করে আসছে।

স্বাস্থ্য উন্নয়ন কেবল স্বাস্থ্য বিভাগের বিষয় নয়। মান সম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত करत जनगरपत चाञ्चा तका ७ উतुप्राप्त अकल (अङ्गेत, विकाध, সাংবাদিক, বেসরকারি সংস্থা, সিভিল সোসাইটি, সমাজের নেতৃত্বনীয় ব্যক্তিবর্ণসহ সকলকে এণিয়ে এসে সরকারকে সহযোগিতা করা। আসুন সকলের জনা স্বাস্থ্য অধিকার

প্রতিষ্ঠায় আমরা সচেষ্ট হই এবং "সকলের জন্য একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়া" নিশ্চিত করি । গেখকঃ কাজী জেবুদ্ৰেছা বেগম অভিরিক্ত সচিব (বিশ্বখায়া)











০৭ এপ্রিল ২০২১

৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ওভেচ্ছা। এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য- 'Building a fairer, healthier world': যার মর্মার্থ দাঁড়ায়- 'সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি'। প্রতিপাদ্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপোযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সারা বিশ্ব এখন একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে। আমানের সরকার করোনা বিস্তারের প্রথম

দিক থেকে একটি সমন্বিত ও কার্যকর কর্মসূচি হাতে নেয়। আমাদের সীমিত জনবল, চিকিৎসা সামগ্রী ও জনগণের মাঝে করোনা রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি, করোনা টেস্টটিং, টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে পরামর্শ প্রদান, সঙ্গ নিরোধ, কোচিড হাসপাতাল ছাপন, হাসপাতালে অক্সিজেনসহ জীবন রক্ষাকারী সামগ্রীর ব্যবস্থা, চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে অন্যান্য দেশের তুলনায় করোনা নিয়ন্ত্রণে আমরা সফলতা অর্জন করি। করোনা মহামারী সফলতাবে মোকাবেলা, সময়েচিত ও যথায়র পদক্ষেপ গ্রহণ, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং জীবন যাত্রার মান সচল রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের রুমবার্গ প্রণীত কোভিড-১৯ সহনশীল র্যাহকিং এ বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ ও বিশ্বে ২০০ম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ব্যাক্তিগতভাবে বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলার জন্য আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ভয়সী প্রশংসা করেন।

এছাড়া বিশের অনেক দেশের আগেই কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সারাদেশে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ কোটি ২ নাখ ভোজ ভাকসিন দেশে আনা হয়েছে। কোভিড-১৯ ভাকসিন প্রদানে বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ চলে এসেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন সূচক এখন ঈর্থনীয় পর্যায়ে রয়েছে। সারাদেশে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরণের হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিভিন্ন মেডিকেল কণেজ ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামীণ, প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য কমিউনিটি ক্রিনিকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ প্রদান করা হছে। শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসমান। গড় আয়ু ৭২.৬ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে। টেকসই উরুয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সার্বজনীন স্বাস্থ্য সূরক্ষা অর্জনে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী

দেশে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় তেউ প্রতিরোধের জন্য মাজ ব্যবহার, হাত ধোয়ার স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ, হাঁচি-কাশির শিষ্টাচারসহ অন্যান্য নিরাপদ অভ্যাসসমূহ আমানের মেনে চলতে হবে। করোনা সেবার পাশাপাশি আমানের অভ্যাবশ্যকীয় জরুরী স্বাস্থ্য সেবা যেন কোন রকম ব্যহত না হয় সে ব্যাপারে সকলকে সজাগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। রোগীদের হাসপাতালের সঠিক সেবা প্রদানের যাবতীয় সামগ্রীর এখন কোনু রকম সংকট নেই। আমি বিশ্বাস করি, এ মহামারী মোকাবেলায় আমরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি অভিজ্ঞ, দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং সাহসী

এই সংকটকালে সেবা দিতে গিয়ে অনেক চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সেবাদানকারীগণ মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁদের আত্রার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

আমি 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক an enfant শেখ হাসিনা





সভাপতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বিষের সকল দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আহবানে ৭ এজিল ২০২১ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সেবা পৌছে নিতে বিশ্বব্যাপী এই দিনটি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে পালিত হয়ে। আসহে। সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়তে এবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়েছে। এবারের প্রতিপাদ্য হঞ্ছে "Building a fairer, healthier world" যার বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে "সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি" বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদাটি অত্যন্ত ওক্তবর্ত্তপূব ও সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

আমাদের দেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান স্বাস্থ্য সমস্যার প্রেক্তিতে বিষয়টি অত্যন্ত ওকাতুপূর্ণ। স্বাস্থ্য সেবা মানুষের জন্যতম মৌলিক চাহিদ। মানুষের অসচেতনতার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধির বিস্তার লাভ করেছে। ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত সংক্রামক ও অ-সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হল্ছে। বর্তমানে COVID-19 রোগে আক্রান্ত হরে বিশ্বব্যাপী অনেক গোক মুত্তাবরণ করছে বোগোনেশে এ রোগের প্রাসূত্র্যির থেকে রক্ষা পেতে নেশের সকল পর্যায়ে বাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্ত্রিক প্রচেষ্ট্রায় এবং তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে মানুধ ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন পেতে করু করেছে। একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা কাজ করে যাছিছে।

যাবীনতা অর্জনের পর থেকেই জাতির জনক বসবস্থ শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের দোড়গোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌছে দেবার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। জনগণের জন্য মানসস্পন্ন ও সহজলভা স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। ইতিমধ্যে দেশের মানুষ তার সুফল পেতে তক্ষ করেছে। জাতির পিতার স্বস্থ্য বাজবায়নে স্বাস্থ্য বিভাগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিলা কাজ করে যাজে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে গুহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক এ প্রত্যাশা করি।

जर वाला, जर वजवनू বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

BEALLMINT শেখ ফজলুল করিম সেলিম, এমপি





সচিব শ্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতস্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আজ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস মহামারীতে আক্রান্ত। বৈশ্বিক শাস্ত্রা বাবস্থার এ ক্রান্তিগল্পে "সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ৭ই এপ্রিল ২০২১ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়েছ। করোনা ভাইরাস মহামারী বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের পাস্থ্য ব্যবস্থাকে এক চ্যালেলের মুখে দাড় করেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জন্যান্য দেশের নায়ে আমাদের দেশেও ন্যায্যভা, সমতাভিত্তিক অন্তর্ভুভিমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওকত্বকে আবারো সামনে নিয়ে এসেছে। সেই বিবেচনায় এবারের স্বাস্থ্য নিবসের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত সময়োপযোগী

সাস্থ্য সেবা প্রান্তিকে সারা বিশ্বেই মানুযের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুযের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে সাংবিধানিক রূপ নিয়েছিলে। আজকের বিশ্বত সাস্থ্য সেবার যে নেটওয়ার্ক সারা দেশের তুপমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তার সূচনা ইয়েছিল জাতির পিতার হাত ধরে। যুদ্ধ বিশ্বস্ত একটি দেশ যোগেন নামা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্যালেন্ড মোকাবেলা করে মানুষের জন্য সুদতে মানসমত খাছ্য সেবা প্রদান নিষ্ঠিত করতে সংবিধানের অনুজেল ১৫ (ক) অনুমায়ী খাস্তা সেবা প্রথাকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত এবং অনুজেল ১৮ (১) অনুমারে জনগণের পৃষ্টি তার উন্নয়ন ও জনখাস্থ্যের উন্নতিকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

বংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তারই পদান্ধ অনুসরণ করে সাস্থ্য ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে নিৰলগ পরিবাধ করে যাজেন। প্রান্তিক জনগণের নোড়গোড়ার সূলতে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন তার সঞ্চল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নিজপ্ব চিন্তা প্রস্তুত কমিউনিটি জিনিক চালু করেন; যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য বাবস্থায় আমূল পরিবর্তন করেছে। দেশের প্রান্তিক ও দবিত্ত জনগণ তাদের হাতের কাছে মানসমত স্বাস্থ্য সৈবার পূৰিয়া পাছের যা সারা বিশ্বে আঞ্চ প্রশাসিত। এই কমিউনিটি ক্রিনিক তুলমূল পর্যারোর মানুষদের স্বাস্থ্য দেবা নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া নতুন নতুন কমিউনিটি ক্রিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, জেনারেল ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, বিদামান হাসপতালসমূহের ন্যায় সংখ্যা বৃদ্ধি, বিনামূল্য ওছুধ সরবরাহ, টেলিমেডিসিন সেবা চালু, মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক চালু, ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য তথ্য পরিসেবার জন্য কলমেন্টার খোলা, উপজেলা হাসপাতালসমূহে বিশেষায়িত চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সমতাতিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এপিয়ে যাজে বাংলাদেশ।

স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্য নিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা সারাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১১৬টি মেডিকেল কলেজ, ৩৫টি ভেন্টাল কলেজ ও ইউনিট, ২৮৫টি নাৰ্সিং কলেজ ও ইনস্টিটিউট, ২০৯টি মেডিকেল এসিসটেন্ট ট্ৰেনিং স্কল ও ১১০টি কেলথ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে সরকার হোগ্য ও উপযুক্ত মানবসম্পদ তৈরির গক্ষ্যে নিরণস কাজ করে যাছেছে। এ দেশের প্রতিটি নাগরিক যেন একজন যোগ্য ও মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা পায় তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

সকলের অংশগ্রহণে সমতা ও ন্যায়তিত্তিক রাট্র গঠনের অংশ হিসেবে সকলের জন্ম মানসমতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকারের যে নিরণস প্রচেটা অব্যাহত রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য নিবস ২০২১ এর প্রতিপাদ্য নিশ্চিতভাবেই সেই প্রচেষ্টাকে আরো বেগবান করবে বলে আমি দুয়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।







মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদন্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আজ ৭ এপ্রিল, বিশ্ব সাস্থ্য দিবস : এ দিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সত্বের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ৭ এপ্রিল থেকে বিশ্বস্তুড়ে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর একটি নির্নিষ্ট প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। এবারের প্রতিশাস্য 'Building a fairer, healthier world' যার ভাষান্তর "সকলের জন্য

সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি"। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে ৰাছ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৰাছ্য অধিনন্তর এবং ৰাছ্য বিষয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ৰাষ্ট্য সংস্থা কর্তৃক এবার কোভিড-১৯ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্বে কিছু মানুষ স্বাস্থ্য সন্মত জীবন যাপন করে। তারা সৃষ্ট্ থাকে। আবার কিছু সংখ্যক মানুষ স্বাস্থ্য সন্মত জীবন যাপন করে না। তারা শ্বস্ত আয়ের, তানের জীর্ণ বাসস্থান, তানের মধ্যে শিক্ষার আলো নেই। তানের কাঞ্চের সুযোগ কম। সেখানেই সমাজে বৈষম্য বিরাজ করছে। খাদা গ্রহনে এবং স্বাস্থ্য সূরকার যথার্থতা প্রতিক্ষলিত হজে না। তারা সুষম খাদা পাছে না। নিরাপন পানির অভাব রয়েছে। বিভিন্ন রোগে ভূগছে। ফলপ্রতিতে তানের অকাল মৃত্যু হচেছ। এর ফলে আমানের সমাজ এবং অর্থনীভিতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির কারদে দবিদ্রসীমার উপরের একটি বড় জনসংখ্যার আয় বিভিন্ন মাত্রায় কমেছে। অনেকে আয়ের সূযোগ সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে। ছলে উপান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের আয় বাংলাদেশে বর্তমানে নির্ধারিত দারিদ্রসীযার নিচে নেমে গেছে। তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই পুরোনো উপান্তজনেরাই হচ্ছে নতুন প্রান্তজন, যাদের 'নিউ পুণ্ডর' বা 'নতুন দরিদ্র' বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত শ্বস্তু আরের চাকুরীজীবি, জুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ী; আরের নীরিখে নিমুমধাবিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের একটি অংশ এ নতুন দবিদ্র জনগোজীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ জনগোজীর সম্পদ ও বিভ নেই, সঞ্চর থাকলেও তা স্বস্কু। কিন্তু যখন কাঞ্চ থাকে, নিশ্চিত আয়ের সংস্থান থাকে, তখন তারা সে উপার্জন দিয়ে নিজেনের এবং পরিবারের জন্য নুন্যতম জীবন জীবিকার সংস্থান করতে সক্ষম। সরকারের বিভিন্ন প্রগোদনা-প্যাকেজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এনের উত্তোরণে সহায়তা করে যাছে। বিগত এক বছর কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত মানুষের সুস্থতার জন্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক, মার্স এবং জন্যান্য কর্মীগণ দিবারাত্র নিরলস লায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এছাড়াও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিভাগ ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক প্রচারদা চালিয়ে যাচেছ।

বাংগাদেশের আপায়র জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবন যাপনে এবং কর্মক্ষেত্রে ন্যায্যতার ভিত্তিতে সুন্দর ও বাস্থ্যকর পরিবেশ মিশ্চিত করতে সরকার বন্ধপরিকর।

অমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি:

অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম





মহাপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা অধিদন্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও যথাযোগ্য মর্যানায় বিশ্বব্যালী ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য নিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটি ভূপনক্ষের এতিপাদা "Building a fairer, healthier world" যার বাংলা ভাবানুবাদ করা হয়েছে "সকলের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ি"। প্রতিপাদোর উপর ওঞ্জারোপ করে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি

৭ এজিল বিশ্ব সান্ত্য দিবস একটি জনজন্তপূর্ণ স্বান্ত্য সম্পর্কিত দিবস। বিশ্ব স্বান্থ্য সংস্থার সাংগঠনিক অইন গৃহীত হয়, ১৯৪৮ সালের ৭ এজিল। তাই এই দিনটি বিশ্ব স্বান্থ্য দিবস বলে নির্যাধিত হয়। চীন থেকে করোনা ভাইরাস এর উৎপত্তি হলেও সময়া বিশ্বে মহামারি আকার ধারণ করেছে। এর গাবার প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচেছ। সেই সংজে সাধারণ মানুহের মনে বাড়ছে আতন্ত, ঝুঁকি ও নিরাপরাহীনতা। এই মরণ ভাইরাস এর থাবায় তথুমাত্র মৃত্যু মিছিলেই সীমাবন্ধ নয় তেঙ্গে পড়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা। বর্তমান Covid-19 মহামারি মানুষের সাধারণ জীবন্যাপন কে বাহত করেছে, উৎপাদনশীল অনেক গ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, মানুষের বেকারতু দিন দিন বৃদ্ধি পাছেছ। যার কারণে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ থেকে তক করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পাছেছ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেয়া হয়েছে । জনগণের পুটির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রের জন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কে সমূনত তেখে বর্তমান সরকার এই Covid-19 মহামারি সময়ে প্রত্যেক জনগণের জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাস তাবে কাজ করে যাছে। মানুফের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য স্বাত অবকাঠাযোগত উন্নয়ন থেকে ওক করে চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী তৈরিতেও সরকার কাজ করে যাছে। ওয়ার্ত পর্যায়ে কমিউলিটি ক্রিনিক স্থাপন থেকে তক্ত করে জাতীয় পর্যায়ে স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ করেছে এবং অনেক স্থাপনা নির্মাণ চলমান রয়েছে। আর্থিক সংগ্রেছ ছাড়াই সকল ব্যক্তির মানসমত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মূল লক্ষ্য। সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে সকলের অপ্যোহণেই সরকার বর্তমান করোনা মহামারি যোকাবেদা করতে সক্ষম হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে যদি সচ্চেতন হই এবং সহযোগিতার হাক বাড়িয়ে দেই ভাহলেই আমরা স্বাস্থ্য সেবা নিভিত্ত করতে পারবো। পাশাপাদি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নুদ্ধকরণ কর্মসূচি এবং জনসংযোগের আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর সফল বাজবায়নেই সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিভিত্ত হবে এবং সকলের জন্য সুন্দর ও

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান সরকারের গৃহীত স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বিশ্ব স্বাস্থ্য নিবসের প্রতিপাদ বিষয়কে অর্থবিহ করে তুলবে।

া করছি : সাহান আরা বানু (এনডিসি)









মোঃ আলী নুর

This year, the World Health Day's theme calls on governments, decision-makers, leaders and people to address inequities in the effort of 'Building a fairer, healthier world'.

Such a goal is more urgent than ever, as we are still navigating the COVID-19 global emergency, which has exacerbated the already existing socio-economic inequities. The pandemic has significantly impacted countries at all levels of income and development, but it has disproportionally affected the living conditions of vulnerable populations.

All the aspects of our daily lives have suffered and are still suffering; housing, employment, education, safe environment, and above all, essential health services and wellbeing. This crisis proves that no one can be safe until everybody is safe; we must protect ourselves and our communities, leaving no one behind.

Health care services have to be made accessible to everyone, regardless of gender, race, social class or economic status. This approach is needed in the case of the COVID-19 vaccination campaign, as well as in addressing other health issues such as communicable and non-communicable diseases, maternal and child health condition, and malnutrition, among others. Such an tersectoral approach is essential to address inequities in the long term.

The government of Bangladesh has proved to be highly committed to this cause. It has set an international standard by responding to the COVID-19 pandemic with the persistent implementation of the "whole-of-government, whole-of-society" approach.

Resilient health systems, focused on equal access and social protection, are pivotal in tackling inequities and inequalities and play a key role in achieving universal health coverage, especially in a crisis like the COVID-19 pandemic. To make informed decisions to narrow the disparities, it is also extremely important to systematically monitor and analyze health equity data.

During this pandemic, when so many vital areas required urgent and significant financial intervention, the government of Bangladesh may explore innovative sources of revenue to ensure consistent investments in the health sector.

The crisis is not over yet. It is fundamental that we work together and combine our efforts to address health inequalities and improve access to health services by prioritizing the investments in primary health care. Community participation, localized innovation and social mobilization are crucial to solve the inequalities that have deep roots in the cultural and socio-economic context.

This year's theme calls on all of us, leaders, development partners, and people, to act, take responsibility, and commit to building a fairer, healthier world.









আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে গুৱীত সকল কর্মসূচী সফল হোক এ প্রত্যাশা করছি

লাইফস্টাইল, হেলথ এড়কেশন এড প্রমোশন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়